মেহেরপুরে শিল্পীদের মাঝে পুরুস্কার ও সনদপত্র বিতরণ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে মেহেরপুর জেলার সকল শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সাংস্কুতিক প্রতিযোগীতা-২০২৩ পুরুস্কার ও সনদপত্র বিতরন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই পুরুস্কার ও সনদ বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরুস্কার ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহা: আব্দুস সালাম।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বঙ্গবন্ধু তথ্য ও গবেষনা পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর জেলা শিল্পকলার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সাইদুর রহমান প্রমুখ।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তঃ কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সরকারি ডিগ্রী কলেজকে ২-১ গোলে হারিয়ে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে ।

জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে আন্ত: কলেজ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ দল ২-১ গোলে মেহেরপুর সরকারি কলেজকে পরাজিত করে। খেলার প্রথমার্ধের ১০ মিনিটের মাথায় সোলায়মান কর্নার কিক থেকে গোল করে গাংনীকে এগিয়ে নেন। এর ৬ মিনিট পর হোসাইন গোল করে গোলের ব্যবধান দ্বিগুণে পরিণত করেন।

দ্বিতীয়ার্ধের ৮ মিনিটের মাথায় মেহেরপুর সরকারি কলেজের বিজয় পেনাল্টির সাহায্যে গোল করে গোলের ব্যবধান কমান। ডি বক্সের মধ্যে নাহিদকে ফাউল করাই রেফারি ফারহা হোসেন লিটন পেনাল্টি নির্দেশ দেন। খেলা মেহেরপুর সরকারি কলেজের বিজয় সর্বোচ্চ গোলদাতা এবং গাংনী ডিগ্রী কলেজের সোলায়মান সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।

এর আগে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তঃ কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মো রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম, সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিক, সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল আলম সরদার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য সচিব ও জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, মেহেরপুর জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী ফুটবল একাডেমিকে

ট্রাইবেকারে হারিয়ে মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ দ্বিতীয় রাউন্ডে

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর ৬ষ্ঠ দিনের খেলায় গাংনী উপজেলার গাংনী ফুটবল

একাডেমিকে ট্রাইবেকারে হারিয়ে মুজিবনগরের মোনাখালি ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটিতে প্রথম অর্ধের ৫ মিনিটের সময় গাংনী ফুটবল একাদশের পক্ষে ফরোয়াড ফারহান তানজিলের দৃষ্টিনন্দন গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এরপর কোন দলই গোল করতে পারেনি।

পরে দ্বিতীয় অর্ধের মাত্র ৪ মিনিট বাকী থাকতে মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশের ফরোয়াড ইব্রাহিম গোল করে খেলার সমতা ফেরান। তবে উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটিতে উভয় দলই কয়েকটি করে গোল সুযোগ হারান।

পরে ট্রাইবেকারে প্রথম ৫ টি করে বল দেওয়া হয়। দুটি দলই ৫ টি করে গোল তুলে নেন। পরে আবারও ১ টি করে বল কিক করার সুযোগ দিলে প্রথম কিক দিতে আসেন গাংনী ফুটবল একাডেমির হুসাইন। বলটি গোলকিপার লুফে নেন। পরে মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশের খেলোয়াড় কিক দিয়ে বল জালে ঢুকিয়ে দেন।

খেলায় বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা খেলোয়াড়ের হিসেবে নির্বাচিত হন মোনাখালি ইউনিয়ন ফুটবল একাদশের পক্ষে ফরোয়াড ইব্রাহিমকে। তাকে টুর্নামেন্টের পক্ষ থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়।

তার হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের পরিচালনা কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক ও সদস্য মাহাবুবুল হক মন্টু।

এসময় মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, খেলা পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য, আমিরুল বসিলাম অল্ডাম, সেলিম রেজা, হাসানুজ্জামান বাবু, জাহাঙ্গীর আলম, শামসুজ্জামান শামীম, মাহাবুব হাসান ডালিম ।

রেফারি হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন গাংনীর মাহাবুব হোসেন।

তাকে সহযোগীতা করেন গাংনীর টুটুল রহমান ও মুজিবনগরের সোহেল রানা। চতুর্থ রেফারি হিসেবে ছিলেন আব্বাছ উদ্দীন। খেলার ধারাভাষ্যে ছিলেন আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি দেখতে এলাকার ফুটবল প্রেমি দর্শকরা উপস্থিত ছিলেন।

আজ ১০ জুন ৭ম ম্যাচে একই মাঠে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশ ও গাংনী উপজেলার কাথুলি ইউনিয়ন একাদশের মধ্যে লড়াই হবে।

গাংনীতে ১৭ বোতল ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দি পশ্চিমপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ১৭ বোতল ফেন্সিডিলসহ বাশারুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব -১২ মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা।

শুক্রবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্পের কমাণ্ডার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার গোলাম ফারুকের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন। গ্রেফতারকৃত আসামী মো: বাশারুল ওরফে বাশার বিশ্বাস গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের আনারুল ইসলাম বিশ্বাসের ছেলে।

এ সময় তার নিকট থেকে মাদক-ক্রয় বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত ০১টি মোটর সাইকেল, ০২টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

র্যাব জানায়, মাদক ব্যবসায়ী বাশার দীর্ঘদিন যাবৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে মেহেরপুর জেলাসহ পাশ্ববর্তী জেলার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ নেশাজাতীয় মাদকদ্রব্য বিভিন্ন মাদকসেবীর নিকট ক্রয় বিক্রয় করে আসছিল। গ্রেফতারকৃত আসামীর মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মসজিদের মোয়াজ্জিনকে কুপিয়েছে প্রতিপক্ষ

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে মসজিদের মোয়াজ্জেম শাহাবুদ্দীন আহমেদ (৫৫) কে কুপিয়েছে প্রতিপক্ষরা।

আহত শাহাবুদ্দীন আহমেদ পিরোজপুর গ্রামের মুনসুর আলীর ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ জুন) বিকালে শাহাবুদ্দীন আহমেদ আযান দেওয়ার উদ্যোশ্যে মসজিদে যাচ্ছিলেন।

এসময় পেছন থেকে এসে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায় দূর্বৃত্ত তারিকুল ইসলাম। মূমূর্ষ অবস্থায় শাহাবুদ্দীনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

জানা গেছে, আহত শাহাবুদ্দীনের সাথে গত কয়েকদিন আগে একই গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে তারিকুল ইসলাম সামান্য বচসা হয়। এনিয়ে তারিকুল তাকে মারার হুমকী দিয়ে আসছিল। আজ বিকালে শাহাবুদ্দীন আযান দেওয়ার জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন।

এসময় সে পথিমধ্যে ধারালো অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে পেছন থেকে দু পায়ের হাটুর উপরের মাংস পেশিতে কয়েকটি কোপ মারে। এতে শাহাবদ্দীনের দুটি পায়ের মাংস পেশি কেটে যায়। বর্তমানে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

খাটি বাঙালিয়ানা খাবারের সাথে উঠেছিল আড্ডার ঝড়

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রবীণদের মিলন মেলায় সবাই ছিল উচ্ছাসিত। দীর্ঘদিন পর একে অপরের সাথে দেখা, কুশল বিনিময় অন্যরকম আমেজ। সেই সাথে ছিল রসনা বিলাশ বাঙালি খাবারের আয়োজন। রসালো আম, পাকা কাঁঠাল, দই, চিড়া, মুড়কির সাথে রসুগুল্লোহ এযেনো খাটি বাঙালিয়ানা।সব শেষে রুটি আর ডাল, কমতি ছিলনা কোনো কিছুর।

এই আড্ডা আর বাঙালি খাবারের আয়োজক গাংনীর সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলাম। আড্ডায় প্রবীণদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন,কথা সাহিত্যক রফিকুর রশীদ রিজভী, চুয়াডাঙ্গা-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী হাইস্কুল এন্ড কলেজের সাবেক প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত গণিত শিক্ষক আক্তার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বীরমুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজেরে অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আব্দুর রশিদ,লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, গাংনী হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত বিএসসি হামিদুল ইসলাম, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, ছড়াকার ইয়াসিন রেজা, আযান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হামিজ উদ্দীন, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, বঙ্গবন্ধু তথ্য ও গবেষণা পরিষদের গাংনী পৌর শাখার সভাপতি একরামুল হক, সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এমএন পাভেল, সাংস্কৃতিক কর্মী আজিজুল হক রানু, খাইরুল ইসলাম, সাফায়েত হোসেন প্রমুখ।

কোলা ইলেভেন স্টারকে ৪-০ গোলে হারিয়ে এফসিবি দ্বিতীয় রাউন্ডে

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ এর ৫ম দিনের খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা ইলেভেন স্টার ক্লাবকে ৪-০ গোলের বিরাট ব্যবধানে হারিয়ে ফাস্ট ক্যাপিট্যাল অব বাংলাদেশ (এফসিবিএস) দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটিতে প্রথম অর্ধের ১৪ মিনিটের সময় ফাস্ট ক্যাপিট্যাল অব বাংলাদেশ (এফসিবিএস) এর ৮ নং জার্সি পরিহিত ফরোয়াড মোবারক হোসেন দৃষ্টিনন্দন গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এরপর ২৮ মিনিটের সময় আরও একটি গোল করেন এই ফরোয়ার্ড। এরপর ৩৫ মিনিটের সময় তৃতীয়ল গোলটি করে রাজশাহী থেকে আসা রাফায়েল। পরে আবারও দ্বিতীয় অর্ধের ২০ মিনিটের সময় আরও একটি গোল তাদের খাতায় যোগ করেন। তবে উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচটিতে উভয় দলই কয়েকটি করে গোল সুযোগ হারান।

খেলায় বিচারকদের দৃষ্টিতে সেরা খেলোয়াড়ের হিসেবে নির্বাচিত হন এফসিবিএসের ফরোয়ার্ড তানিন সরকার। তাকে টুর্নামেন্টের পক্ষ থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়।

তার হাতে সেরা খেলোয়াড়ের পুরুস্কার তুলে দেন মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের পরিচালনা কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক ও সদস্য আব্দুস সালাম (সাবেক ব্যাংকার)।

খেলায় সর্বোচ্ছ দুটি করে গোল দেওয়ায় রাফায়াল ও মোবারক হোসেনকে মেহেরপুর লালন বালি ভান্ডারের পক্ষ থেকে দুটি গেঞ্জি উপহার দেন।

এসময় মেহেরপুর ফুটবল টুর্নামেন্টের আহবায়ক সাবেক কৃতি ফুটবলার এমদাদুল হক, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, খেলা পরিচালনা কমিটির নির্বাহী সদস্য, শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, সেলিম রেজা, হাসানুজ্জামান বাবু, জাহাঙ্গীর আলম, শামসুজ্জামান শামীম, মাহাবুব হাসান ডালিম ।

রেফারি হিসেবে মাঠে খেলা পরিচালনা করেন গাংনীর আব্বাছ আলী। তাকে সহযোগীতা করেন গাংনীর মাহাবুব হোসেন ও মুজিবনগরের সোহেল রানা। চতুর্থ রেফারি হিসেবে ছিলেন টুটুল রহমান।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলাটি দেখতে এলাকার ফুটবল প্রেমি দর্শকরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামীকাল শুক্রবার ৯ জুন ষষ্ঠ ম্যাচে একই মাঠে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ ও গাংনী ফুটবল একাডেমি লড়াই করবে।

আইনজীবী ছাড়া বিনা খরচে জামিন পেলেন এক আসামি

আইনজীবী নিয়োগ করা ছাড়াই নিজের মৌখিক আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত থেকে জামিন পেলেন এক আসামি।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ এই আদেশ প্রদান করেন। আদালত আসামিকে নিজ জিম্মায় মামলার পরবর্তী তারিখ আদালতে উপস্থিত হওয়ার শর্তে অন্তর্র্বতীকালিন জামিন মঞ্জুর করে আসামিকে জামিনে মুক্তির নির্দেশ প্রদান করেন।

খোজ নিয়ে জানা যায়, আসামি মোঃ কাবেল আলীর বিরুদ্ধে তার স্ত্রী ২০২০ সালে একটি যৌতুকের মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় আসামি মোঃ কাবেল আলীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হলে পুলিশ চুয়াডাঙ্গা থেকে তাকে গ্রেফতার করেন। দীর্ঘদিন চুয়াডাঙ্গা জেলে থাকার পর সম্প্রতি তাকে মেহেরপুর জেলখানায় স্থানান্তর করা হয়। আজ জেল খানা থেকে তাকে আদালতে হাজির করা হয়।

মামলাটি শুনানির জন্য ডাকা হলে কোন আইনজীবী না থাকায় আদালত আসামির বক্তব্য জানতে চান। আসামি তখন নিজেই শুনানি করেন এবং আইনজীবী নিয়োগ করার মতো তার পরিবারে কেউ নেই বলে জানিয়ে নিজেই মৌখিকভাবে জামিনের প্রার্থনা করেন। তার স্ত্রীর সাথে তালাক হয়নি

এবং সংসারে এক সন্তান আছে জানিয়ে তিনি সংসার করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। দীর্ঘ হাজতবাস এবং মামলার গুনাগুন বিবেচনায় আদালত তাকে নিজ জিম্মায় পরবর্তী ধার্য তারিখ পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করে মুক্তির আদেশ প্রদান করেন।

গাংনীতে অতিরিক্ত দামে রাসায়নিক সার বিক্রির অভিযোগ

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অনৈতিক যোগসাজসে সার বিক্রিতে ব্যাপক অনিয়ম ও দূর্নীতির অভিযোগে তুলে জেলা প্রশাসক বরাবর তদন্তের আবেদন করেছেন বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাহারবাটি ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মো: মনিরুল ইসলাম।

অভিযোগে সাহারবাটি, কাজিপুর, ধানখোলা, বামন্দীসহ বিভিন্ন এলাকায় এই অনিয়ম ও দূর্নীতির অভিযোগের কথা বলা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়, বর্তমানে মাঠের ফসল পাকা ও কর্তন অবস্থায় বিরাজমান। যার কারনে ডিলারদের গুদামে পূর্ব মূল্যের রাসায়নিক সার পর্যপ্ত পরিমাণ মজুদ রয়েছে। বিগত ১০ এপ্রিল থেকে সরকার সকল রাসায়নিক সারের মুল্য বৃদ্ধি করেছে। যার কারনে ১০ এপ্রিল মাসের মজুদকৃত পূর্ব মূল্যের সার আউশ ও পাট আবাদে এলাকার কৃষকদের পাওয়ার কথা। সূত্র মতে, ১০ এপ্রিল এর পূর্বের সার বামন্দী বাজারের মেসার্স গোল্ডেন এন্টারপ্রাইজের প্রোপাইটার জেনিস ফারজানা তানিয়ার গুদামে ইউরিয়া ৫ হাজার বস্তা, টিএসপি সাড়ে ৪ হাজার বস্তা, ডিএপি সাড়ে ৫ হাজার বস্তা, এমওপি ৩ হাজার ৬০০ বস্তা মজুদ ছিল।

গাংনীর গাঁড়াডোব বাজারের মেসার্স এনআর এন্টারপ্রাইজ প্রোপাইটার এনামুল হোসেনের গুদামে ইউরিয়া ৪ হাজার ৮০০ বস্তা, টিএসপি ৪ হাজার ৬০০ বস্তা, ডিএপি ৩ হাজার ২ শ বস্তা, এমওপি ৪ হাজার ৯০০ বস্তা, মজুদ ছিল, বামন্দী বাজারের মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাপ্রাইজ যার প্রোপাইটার নুরুল ইসলামের গুদামে ইউরিয়া ৬ হাজার ২০০ বস্তা, টিএসপি ৪ হাজার ৭০০ বস্তা, ডিএপি ৩ হাজার ২০০

বস্তা, এমওপি ৩ হাজার ৩০০ বস্তা, মজুদ ছিল। বামন্দী বাজারের মেসার্স জামান ট্রেডার্স যার প্রোপাইটার আল আমিন (দায়ীত্বপ্রাপ্ত)গুদামে ইউরিয়া ৮ হাজার বস্তা, টিএসপি ৭ হাজার ৪০০ বস্তা, ডিএপি ২ হাজার ৫০০ বস্তা, এমওপি ৫ হাজার বস্তা মজুদ ছিল।

অভিযোগে আরো বলা হয়েছে, সারের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে অসাধু কৃষি কর্মকর্তা মো: আব্দুর রউফ এসব সার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা অংকের মাসোহারা নিয়ে সারের মজুদকম দেখিয়ে উল্লেখিত মজুদকৃত সার কৃষকদের মাঝে প্রতি কেজি ২৭ টাকা দরে বিক্রি করাচ্ছেন। কৃষকদের কাছ থেকে বর্ধিত মূল্যে প্রতি কেজিতে ৫ টাকা বেশি দরে ১১ এপ্রিল ২০২৩ থেকেই বিক্রি করে আসছে। এই সার বিক্রির সময় রেজিস্ট্রারে কৃষকদের নামের তালিকা নাম মোবাইল গ্রাম সব সংরক্ষন করার কথা। কিন্তু সার বিক্রিতে কোনো রকম রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করা হয়নি। কৃষকরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রশিদ চাইলেও রশিদ দিচ্ছেনা। বরং কৃষকদের সাথে অসাদাচারণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দায়িত্বপ্র্প্তা ডিলারদের নিজ নিজ ইউনিয়নের গুদাম ঘর থেকে কৃষকদের মাঝে সার বিক্রির বিধান থাকলেও উপজেলা শহর ও বামন্দী থেকে তারা সার বিতরন করে থাকেন। এতে কৃষকরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। কিছু অসাধু কর্মকর্তার সহযোগীতার কারনে তারা সব সময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকেন।

এদিকে জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পর জেলা প্রশাসক উপপরিচালক (ডিডি) কৃষি বিভাগকে তদন্ত করার জন্য চিঠি দেন। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর আবারো আবেদন করেন কৃষক লীগ নেতা মনিরুল ইসলাম। সঠিক তদন্ত না হওয়ার আশংকায় তিনি জেলা প্রশাসনের কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে তদন্তের অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আব্দুর রউফ বলেন, আমি গাংনীতে প্রায় দুই বছর চাকুরী করছি। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে সেটা ভিত্তিহীন। তিনি সার ডিলারদের সরাসরি পক্ষ নিয়ে বলেন, এপ্রিল মাসের যে সার ডিলারদের কাছে মজুদ ছিল সেগুলো তারা নিয়ম মেনে রেজিস্ট্রার খাতা মেইনটেন করেই বিক্রি করেছেন। সারের ডিলাররা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নগুলোতে না বিক্রি করে উপজেলা পর্যায়ে বা বামন্দীতে সার বিক্রি করেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা ২০০৯ সালের আগে ছিল। আমাদের রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে সারের ডিলার রয়েছে। এখন তারা প্রতিটি ইউনিয়নে যেখানে সার বিক্রি করার কথা সেখানেই সার বিক্রি করেন। আবার

উপজেলা পর্যায়ে বা বামন্দীর মত স্থানে তাদের একাধিক দোকান রয়েছে।

গাংনীতে লোডশেডিং ও দাবদাহে বিপাকে কৃষক

গাংনীতে ফসল উৎপাদন নিয়ে বেশ বিপাকে কৃষকেরা। একদিকে মাঠভর্তি আউশ মৌসুমের ধান, পাট সহ বিভিন্ন ফসল প্রচণ্ড দাবদাহের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, আরেকদিকে লোডশেডিংয়ে ফসল রক্ষা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন কৃষকেরা। তীব্র লোডশেডিংয়ে বিদ্যুচ্চালিত গভীর নলকূপগুলো বন্ধ থাকায় জমিতে সেচ দেওয়া যাচ্ছে না। যা নিয়ে কৃষকদের হাতাশা ও দুর্ভোগের শেষ নেই।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি আউশ মৌসুমে উপজেলায় ৬ হাজার ৪’শ হেক্টর জমিতে ধান রোপণ করা হয়েছে এবং প্রায় ১১ হাজার হেক্টর জমিতে পাট ফসলের চাষাবাদ করা হয়েছে। এছাড়াও মরিচ, বেগুন সহ বেশ কয়েকটি ফসল কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হচ্ছে।

তীব্র ভ্যাপসা গরম ও উপর বৃষ্টি না থাকা সহ বিদ্যুৎয়ের লোডশেডিংয়ে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পাশাপাশি মাঠের ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। গাংনী উপজেলার অধিকাংশ মাঠে বিদ্যুচ্চালিত গভীর নলকূপ সেচ কাজে কৃষকদের একমাত্র ভরসা। পৌর এলাকায় ২৪ ঘন্টায় ১২-১৪ ঘন্টা লোডশেডিং হলেও গ্রামঞ্চলে লোডশেডিংয়ের মাত্রা অতিরিক্ত বেশি। ২৪ ঘন্টায় গ্রামঞ্চলে বিদ্যুৎ থাকছে ৫-৬ ঘন্টার মতো। তাও আবার ছিন্নভিন্ন ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে গ্রাম এলাকায়।

উপজেলার কাজিপুর গ্রামের কৃষক মিকাইল হোসেন বলেন, ‘২ বিঘা ধান লাগিয়েছি ১৫ দিন হচ্ছে। এই কয়দিনে ধানের জমিতে সেচ দিয়েছি ৩দিন। আমিতো তাও ৩দিন পেয়েছি অনেক চাষি সেচ দিয়ে ধান লাগানোর পর আর সেচ পায়নি। কারেন্ট এই আসছে তো এই চলে যাচ্ছে এরকম অবস্থায় চলছে।’

হাড়াভাঙ্গা গ্রামের কৃষক জিল্লুর রহমান বলেন, ‘রোদ গরমে জমিতে পাট সব শুকিয়ে যাচ্ছে। সেচ দেওয়া প্রয়োজন কিন্তু যারা ধান লাগিয়েছে তাঁরাই এখনো সেচ পায়নি। আমরা কি করে এর মধ্যে পাটে পানি দেওয়ার জন্য ভীড় জামাবো! লোডশেডিং ঝামেলা না হলে কোন সমস্যায় ছিলো না।

বালিয়াঘাট গ্রামের কৃষক বাদল হোসেন বলেন, ‘কয়েক বিঘা জমিতে মরিচ লাগিয়ে এখন পানি দরকার কিন্তু বিদ্যুৎচ্চালিত মোটর অকেজো হয়ে যায় বিদ্যুৎ না থাকায়। আমার জমিতে সেচ দিতে পারলে গাছে দ্রুত মরিচ দাঁড়াত কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।’

হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আরেক কৃষক শহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ধান, পাট, মরিচ, লাগানো ঘাস সহ সবকিছুর সেচ দরকার। এখন অধিকাংশ জমি মোটরের সেচের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু লোডশেডিং হওয়ায় কৃষকদের খুব সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।’

গাংনী উপজেলা সেচ কমিটির সভাপতি মো: হারুন অর রশীদ বলেন, ‘লোডশেডিংয়ে বিদ্যুচ্চালিত গভীর নলকূপ চালাতে বেশ হিমশিম খেতে হচ্ছে নলকূপ মালিকপক্ষকে। কৃষকদের অভিযোগের শেষ নেই। যেহেতু লোডশেডিং সারাদেশে একযোগে হচ্ছে সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে এ সমস্যা সমাধানের জন্য। তবে পৌর এলাকা আর গ্রাম এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে কতৃপক্ষ রীতিমতো ছলচাতুরী করছে; এটা উচিত না।’

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন বলেন, দাবদাহের সাথে লোডশেডিং দুটোর ফলে মাঠের অনেক ফসলের সেচ ও উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। তবে আমরা আশা করি দ্রুত এ সমস্যার সমাধান হবে।